সিডনীতে মেরাজ ফকিরের মা

আনিসুর রহমান

সিডনীতে মেলা কিংবা গানের অনুষ্ঠান অনেক হলেও মঞ্চনাটক তেমন হয় না। সেই ২০০৫ সালে মঞ্চস্থ হয়েছিল বেল্লাল হোসেন ঢালী'র "সিটিজেন"। একই বছর জন মার্টিন এবং মৌসুমী মার্টিন করেছিলেন "একটি সাধারণ গল্প"। ২০০৬ সালে অজবেন এর আয়োজনে দু'টি নাটক "মানুষ" এবং "চে'র সাইকেল" নিয়ে সিডনী এসেছিলেন জনাব মামুনুর রশীদ। এর পর আমার জানা মতে আর মাত্র একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে সিডনীতে - ২০০৭ সালের মে মাসে - সিডনী নাট্যমের "আদম খানা"। "সিটিজেন" দেখার সুযোগ হয়নি। "একটি সাধারণ গল্পে" অপূর্ব অভিনয় করেছেন মৌসুমী মার্টিন কিন্তু এটি ছিল মূলত মনোলগ। বাবার মৃত্যুর কারনে হঠাৎ করে দেশে যেতে হলো বলে "মানুষ" এবং "চে'র সাইকেল" দেখা হয়নি। "আদম খানা" হালকা হাসির নাটক, সিটকম বলা যায়। তাই আব্দুল্লাহ আল মামুনের "মেরাজ ফকিরের মা" নিয়ে রেনেসাঁ মেলবোর্ণ থেকে সিডনী আসছে শুনে সত্যি সত্যি দিন গুনছিলাম। অবশেষে গত ১লা মার্চ এলো সেই প্রতিক্ষিত দিন।

২৫/২৬ জনের বিশাল দল নিয়ে প্রকান্ড একটা বাস ভাড়া করে মেলবোর্ণ থেকে সিডনী এসেছিলেন রেনেসাঁর অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং কলাকুশলীরা। মোটেল ভাড়া করে ছিলেন দুই রাত। ক্যাম্বেলটাউন আর্টস সেন্টারে একই দিনে অনুষ্ঠিত হলো পর পর দুটি প্রদর্শনী। একটা বিকাল ৫টায় অন্যটা সন্ধ্যা সাড়ে সাত টায়। কাহিনী, অভিনয়, শব্দ, আলো সবকিছুর মধ্যেই একটা প্রফেশনাল ভাব আছে। কিন্তু অবাক হয়ে ভাবছি দর্শক কোথায়! হলে আসন সংখ্যা প্রায় ২০০। কিন্তু কোন শোতেই ৬০/৭০ জনের বেশী লোক হয়নি। সিডনীতে এখন প্রায় ৩০,০০০ বাঙ্গলীর বাস। টিকিটের দামও বেশী নয়। মাত্র ১০ ডলার। বিদেশে বসে চাকরী, শপিং, গাড়ি ধোয়া, লন মোয়িং আর দাওয়াত খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ওরা এমন বড় মাপের একটা নাটক নিয়ে মেলবোর্ণ থেকে সিডনী আসতে পারলো আর আমরা "ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া", নাটকটি উপভোগ করতে পারলাম না কেন?! এটা সতিই গবেষনার বিষয়। কি হতে পারে কারন? প্রচারের অভাব? সিডনীতে টিকিট বিক্রী করতে যাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার আভাব? নাকি সিডনীতে মঞ্চ নাটক দেখার দর্শকই নেই? এর কোনটাই তো সত্যি বলে মনে হয় না। নাটকের নাম "মেরাজ ফকিরে মা" এটাও কি দর্শক স্বল্পতার কারণ হতে পারে? ফকির মিসকিনের ব্যাপারে এমনিতেই আমাদের আগ্রহ কম। তার আবার "মা" সম্পর্কে জানার আগ্রহ ক'জনার হবে! নাহ - কিছুই মাথায় আসছে না তাই যাতা ভাবছি। এক বন্ধু বললেন সিডনীতে লোকজন আজকাল খুব ধার্মিক হয়ে গেছে। নাটকের বিজ্ঞাপনে দেখেননি কেমন টুপি আর পাগড়ীওয়ালা মানুষের ছবি ছিল। ধর্মকে নিশ্চয় কঠাক্ষ করা হয়েছে - এটা ভেবেই অনেকে আসেনি। নাটকের বিষয়বস্তু কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টা। এ নাটকে ধর্মকেই তুলে ধরা হয়েছে উপরে। নাটকের এক পর্যায়ে মেরাজ ফকির পুর্ব পরিচয় জানতে পেরে নিজের গর্ভধারিনী মা'কেই হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন শানিত তরবারি এবং এক অসহার রমনীর মাঝে এসে দাঁড়ায় ধর্ম। এর পরিনতি কি হ'লো তা এখানে লিখে যারা মঞ্চে নাটকটি দেখতে চান তাদের ক্ষতি করতে চাই না।

যা ভালো লেগেছেঃ

বিশাল উদ্যোগ, আন্তরিক প্রচেষ্টা, চমৎকার কাহিনী, সুন্দর অভিনয়

যা চোখে লেগেছেঃ

মেরাজ ফকিরের পোশাকের চাকচিক্ক, ঘরের বাইরে খাট, প্লাস্টিকের বদনা, নায়লনের দড়ি